দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 27 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলোর সেকাল-একাল (১

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংকীর্ণ রুমে ক্লাস করতে হয় কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীদের

ওমর ফারুক

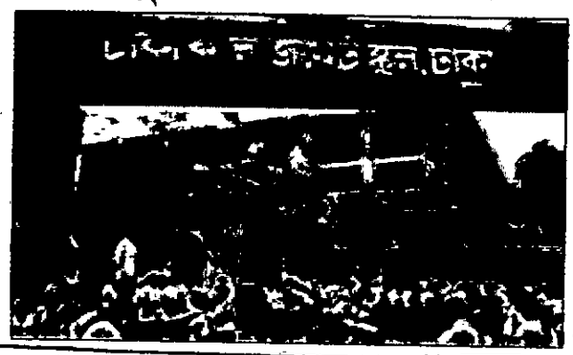

পুরনো ঢাকার স্বনামধন্য স্কুলগুলোর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাধারণ মানুষ আজ অনেকটা ভুলতে বসেছে। এক সময়ে ঢাকার শিক্ষার দ্বার হিসেবে পরিচিত ছিল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, পোগজ স্কুল, কে এল জুবিলী, বাংলাবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট গ্রেগরি স্কুল, নবকুমার ইনস্টিটিউট এবং ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল। এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরাও দেশ বিদেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তাদের পৃঃ ৫ কঃ ৬

কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মেঘনাথ সাহা, স্থপতি এফ আর খান, কবি শামসুর রাহমান, কবি আসাদ চৌধুরী, সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল, বর্তমান স্পীকার আবদুল হামিদ এডভোকেট, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, রিয়ার এডমিরাল সুলতান মাহমুদ, লে. জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ, ঢাবির সাবেক ভিসি অধ্যাপক জিল্লুর রহমান, সিপিবি সভাপতি মনজুরুল আহসান, কবি বুদ্ধদেব বসু, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সিএস করিম, ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, শিল্পী ফেরদৌসী রহমান, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস, কার্টুনিস্ট রনবী প্রমুখ মেধাবী।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল

পুরান ঢাকার সদরঘাটের পাশেই এ স্কুলটির অবস্থান। বঙ্গদেশের মানুষের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করানোর জন্য রীড নামের এক ইংরেজ ভদ্রলোক ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত পাঁচজন ইউরোপিয়ান এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৭৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রথম বাঙালী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন রতনমনি গুপ্ত। তিনি আট বছর এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়ে এ স্কুলের ছাত্ররা প্রতিবছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করত। নবম বছরে এ স্কুল থেকে প্রথম স্থান অধিকার করতে না পারায় তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। আজও সাবেক সফল প্রধান শিক্ষক হিসেবে তার নাম বিদ্যালয় ভবনের দেয়ালে শ্বেতপাথরে খোদিত রয়েছে : In memory of the very meritorious services of Babu Ratanmani Gupta a most successful teacher in bengal during his head mastarship (1888-1896). The Dacca Collegiate School stood, first 8 years out of 9 at the Entrance Examination.

১৯২১ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। (১৯২১- ১৯২৩) এ তিন বছরই কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে। এরপর ও ১৯২৪-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ১/২ জন করে মেধা তালিকায় থাকত। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশ বিভাগের পরে বেশীর ভাগ হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্র ভারতে চলে যায়। ফলে এ সময় থেকেই ফলাফলের বিপর্যয় শুরু হয়। গত কয়েক বছর যাবৎ বিদ্যালয়টির ফলাফলের অবস্থা খুবই নাজুক। গত বছরে এ স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ২৭২ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ জন, এ পেয়েছে ৫২ জন, এ- পেয়েছে ৪৭ জন, বি পেয়েছে ৫২ জন, আর ফেল করেছে ১৪০ জন। চলতি বছরে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে ২৮০ জন। এদের মধ্যে প্রায় ১৫০ জনই ফেল করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানালেন এক সিনিয়র শিক্ষক। তবে ১০/১৫টি জিপিএ-৫ও পেতে পারে।

বিদ্যালয়টির বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির কারণ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রওশন আরা বেগম ইনকিলাবকে জানান, পূর্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরা এখানে পড়াশোনা করত। পুরাতন বিদ্যালয় হিসেবে এর সমস্যা অনেক। ভবনটি অনেক পুরাতন হওয়ায় দেয়াল ও ছাদের প্লাস্টার খুলে খুলে পড়ছে। এটি এখন একটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন। এছাড়া ভবনটির কক্ষগুলো বসতবাড়ীর মতো হওয়ায় রুমের ভেতরে ছাত্ররা কি করে তা কাছে না গিয়ে বুঝার উপায় নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বিদ্যালয়টি বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টির দেয়াল ঘেঁষে সদরঘাট মার্কেটের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বসানো জেনারেটরের বিকট আওয়াজে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে মূল গেটের সামনেই রয়েছে টেম্পোস্ট্যান্ড। এর শব্দে সারাদিনই অতিষ্ঠ থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের।

সমস্যা অনেক এই স্কুলের। একজন অভিভাবক জানালেন, এখানে লাইব্রেরি ব্যবস্থা খুবই নাজুক, লাইব্রেরিতে পড়ার পরিবেশ একেবারেই নেই। লাইব্রেরি থাকলেও লাইব্রেরিয়ানের অভাবে লাইব্রেরি খোলা হয় না।